প্রতিসেকেন্ড ১৩০ কোটি টাকার ব্যান্ডউইডথ ফেলে রাখে সরকার

নীতিমালা ছাড়াই অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ রফতানির উদ্যোগ

হিটলার এ. হালিম

বাংলাদেশের মোট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি (ইন্টারনেট সক্ষমতা) প্রতিসেকেন্ডে ২০০ গিগাবাইট। এর মধ্যে মাত্র ৪২-৪৬ গিগাবাইট ব্যবহার হচ্ছে। ব্যবহার না হওয়া প্রতিসেকেন্ড ব্যান্ডউইডথের দাম ১৩০ কোটি টাকা। অন্যদিকে সরকার বলছে, অবকাঠামো না থাকায় এই মহামূল্যবান ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

বর্তমানে প্রতি মেগাবাইট পার সেকেন্ড ব্যান্ডউইডথের দাম ৮ হাজার টাকা। এই হিসাবে ফেলে রাখা ১৫৮ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথের দাম প্রায় ১৩০ কোটি। তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতেই মহামূল্যবান ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে হাত রয়েছে সরকারেরই একটি অংশ। এই ব্যান্ডউইডথ দিয়ে চলছে রমরমা অবৈধ ভিওআইপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল) ব্যবসায়। ফলে ভিওআইপি খাত থেকে দিনকে দিন সরকারের আয় কমছে।

ইদানীং ব্যান্ডউইডথ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি হিসাবের ফাঁক-ফোকরগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অভিযোগ আছে, সরকারের ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি ব্যবহার হচ্ছে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়। যতদিন দেশের ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি ৪৫ গিগাবাইট ছিল, ততদিন মাত্র ১০ গিগাবাইট ব্যবহার করা হতো। ১৪৫ ও ১৬৪ গিগাবাইট যখন পাওয়া যেত, তখন ব্যবহার হতো ২৬ গিগাবাইট। বাকিটা অব্যবহৃতই থাকত।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে অব্যববহৃত ব্যন্ডউইথের পরিমাণ ১৫৮ গিগাবাইট। অভিযোগ উঠেছে, একটি সিন্ডিকেট অবশিষ্ট ব্যান্ডউইডথ অবৈধ ভিওআইপি কলে গোপনে ডাইভার্ট করে প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি মিনিট আন্তর্জাতিক কল আনছে। অভিযোগ আছে, এর সাথে জড়িত প্রভাবশালী মহলের কারণেই বিটিআরসির কোনো উদ্যোগই ভিওআইপি বন্ধে জোরালো কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: মনোয়ার হোসেন বলেন, দেশে নেটওয়ার্ক সক্ষমতা না থাকায় আমরা পুরো ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করতে পারছি না। সারাদেশে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের নেটওয়ার্ক তৈরি করা না গেলে এর ব্যবহার বাড়বে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, দেশের মোবাইল ফোনের গ্রাহক বেড়েছে, কিন্তু ভয়েসে ব্যান্ডউইডথ বাড়ার সম্ভাবনা কম। ইন্টারনেটে ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার বাড়ছে, কিন্তু তা আরও বাড়াতে জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যায়ে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে।

জানা যায়, অবকাঠামো তৈরির কাজ চলছে ঢিমেতালে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ করছে। নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ যত শম্বুকগতিতে এগোবে ততদিন পুরো ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করা যাবে না। ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকবে, সেই সাথে বাড়তে থাকবে অবৈধ ভিওআইপি।

প্রতি মেগাবাইট ব্যান্ডউইডথের দাম ৮ হাজার টাকা এবং এই হিসাবে ফেলে রাখা ব্যান্ডউইডথের অবচয় বিশাল অঙ্কের। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সাবমেরিন ক্যাবলে গত ৩ বছরে ৩০ লাখ টেরাবাইটের বেশি কনটেন্ট অব্যবহৃত ছিল। অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথের বাজারমূল্য বিশাল অঙ্কের। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকার। দিনে দিনে এই ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।

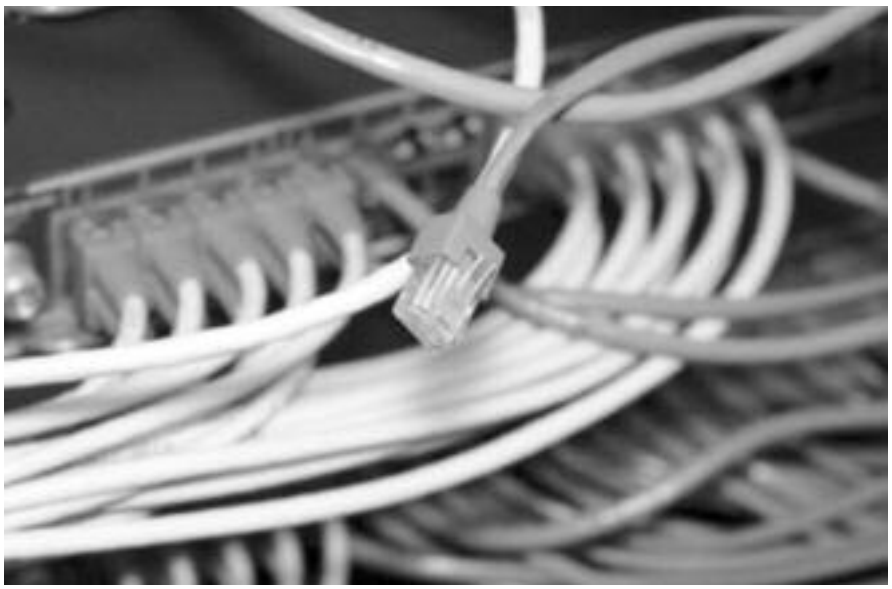

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভিওআইপির পরিচালনার ভিএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত এক ব্যবসায়ী বলেন, বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে আন্তর্জাতিক কল আসে ১৩ কোটি মিনিট। প্রতিকলে ৩ সেন্ট বা প্রায় আড়াই টাকা হারে এ খাত থেকে সরকার বিপুল রাজস্ব আয় করার কথা। কিন্তু দৈনিক যে পরিমাণ কল টার্মিনেশন হচ্ছে তার মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ আসে বৈধ পথে বাকিটা আসে অবৈধ কল টার্মিনেশনের মাধ্যমে। বৈধ কল টার্মিনেশন থেকে সরকার পাচ্ছে প্রতিদিন চার থেকে সাড়ে চার কোটি মিনিট কল। অবশিষ্ট মিনিট কল চলে যাচ্ছে অবৈধ কল টার্মিনেশন ব্যবহারকারীদের পকেটে। তিনি বলেন, অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ অবৈধ ভিওআইপিতে ব্যবহার না হলে অবৈধ ভিওআইপি হয় কিভাবে?

প্রযুক্তি বিশ্লেষক জাকারিয়া স্বপন এ বিষয়ে বলেন, বারবার বলা সত্ত্বেও ফেলে রাখা ব্যান্ডউইডথ সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের অভিযোগ ওঠাই স্বাভাবিক। প্রযুক্তিগতভাবে এর বিরোধিতা করার কোনো জায়গা নেই। অবৈধ ভিওআইপিতে ব্যান্ডউইডথ ডাইভার্ট হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি একটা হিসাব উপস্থাপন করে বলেন, দেশে ভিওআইপি কলের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এই কল আসতে ব্যান্ডউইডথের দরকার পড়ে। তা পাওয়া যাচ্ছে কোথা থেকে। দেশের ফেলে রাখা ব্যান্ডউইডথই কেউ না কেউ ওইসব ব্যবসায়ীকে সরবরাহ করছে। এই বিষয়গুলো কখনও অডিট হয় না। তাই ধরাও পড়ে না।

নীতিমালা ছাড়াই অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ রফতানির উদ্যোগ

কোনো ধরনের নীতিমালা তৈরি না করে দেশের অব্যবহৃত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রফতানির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে ৮০ থেকে ১০০ জিবিপিএস (গিগাবাইট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইডথ রফতানি সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। রফতানি করা গেলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, এ মুহূর্তে পাঁচটি দেশ ৮০ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ নিতে চায় বাংলাদেশ থেকে।

দেশের বর্তমানে ব্যান্ডউইডথ সক্ষমতা প্রতিসেকেন্ডে ২০০ গিগাবাইট। আর ব্যবহার হয় ৪২ গিগাবাইট। অবশিষ্ট ১৫৮ গিগাবাইট ফেলে রাখে সরকার। যার দাম ১৩০ কোটি ▸

টাকা। সরকারের ভাষ্য, সম্পূর্ণ ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে। সারাদেশ ফাইবার অপটিক ক্যাবলের আওতায় না এলে এই ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করা যাবে না।

ব্যান্ডউইডথ রফতানির বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: মনোয়ার হোসেন বলেন, আগামী ৪ থেকে ৫ বছরের জন্য ব্যান্ডউইডথের চাহিদা নিরূপণ করে ৮০-১০০ গিগাবাইটের মতো রফতানি করা যেতে পারে। তিনি জানান, ভারতের এইট সিস্টার্স, সিঙ্গাপুর, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইডথ নিতে চায়। তিনি বলেন, ভারতের এইট সিস্টার্স ব্যান্ডউইডথ নিতে চাইলে এখনই দেয়া সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, ব্যান্ডউইডথ পরিবহনের জন্য ক্যাবল সংযোগ প্রয়োজন। আইটিসিগুলো (ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবল) সারাদেশে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পুরোপুরি সেবাদান কার্যক্রম শুরু করলে রফতানি কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হতে পারে। জানা গেছে, এরই মধ্যে আইটিসিগুলোর সাথে দু'বার বৈঠক করেছে বিএসসিসিএল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে দুই এনটিটিএন (নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক) প্রতিষ্ঠানের সাথেও।

এর আগেও ব্যান্ডউইডথ রফতানির উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ভারত ও সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের কাছে ব্যান্ডউইডথ নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহও দেখিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের সিংটেল ২ দশমিক ৫ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ৮ রাজ্য (এইট সিস্টার্স) ১০ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। ওই পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ রফতানি করলে কোনো সমস্যা হবে না বরং দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে বলে বিএসসিসিএল মনে করলেও শেষ পর্যন্ত তা আর ফলপ্রসূ হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিংটেল ২০১১ সালে ৬ মাস মেয়াদে বাংলাদেশ থেকে ২ দশমিক ৫ গিগাবাইট ব্যান্ডউইডথ নিতে চেয়েছিল। এজন্য তারা সাবমেরিন ক্যাবল সি-মি-উই-ফোর কনসোর্টিয়ামের সিঙ্গাপুর থেকে ইতালি পর্যন্ত একটি লিঙ্ক চেয়েছিল। এই পরিমাণ ব্যান্ডউইডথের জন্য সিঙ্গাপুর আড়াই থেকে পৌনে তিন কোটি টাকা দিতে রাজি হলেও তা কার্যকর হয়নি।

ভারত তার পূর্বাঞ্চলীয় ৮ রাজ্যের অধিবাসীদের উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দিতে বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইডথ নিতে চায়। এজন্য তারা বাংলাদেশকে নতুন লিঙ্ক তৈরি করে দিতে বলেছে। ইতোমধ্যে বিএসসিসিএল দুটি নতুন লিঙ্কের জন্য ম্যাপের পরিকল্পনা তৈরি করেছে। একটি লিঙ্ক কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-আগরতলা হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যাবে। আরেকটি লিঙ্ক কক্সবাজার-ঢাকা-রংপুর-ধুবড়ী-গুয়াহাটি হয়ে আসামে যাবে। এর মধ্যে একটি হবে বিকল্প লিঙ্ক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো কারণে একটিতে সমস্যা হলে অন্যটি বিকল্প লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ভারত নিজস্ব সাবমেরিন ক্যাবলের সংযোগ তার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে দিতে চাইলেও ব্যান্ডউইডথ পরিবহনের জন্য আড়াই হাজার কিলোমিটার 'পরিবহন লাইন' তৈরির উদ্যোগকে ব্যয়বহুলই বলে মনে করছে। এই বিশাল ব্যয়ের পথে না গিয়ে ভারত তার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য বাংলাদেশ থেকেই ব্যান্ডউইডথ কেনাকে সাশ্রয়ী ভাবছে।

এদিকে নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, ব্যান্ডউইডথ রফতানি সংক্রান্ত কোনো নীতিমালাই নেই। নীতিমালা তৈরির কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা-২০০৯-এ উদ্বৃত্ত বা অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ কী করা হবে সে বিষয়েও কিছু উল্লেখ নেই। কী প্রক্রিয়ায় এবং কোন নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যান্ডউইডথ রফতানির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানতে চাইলে বিএসসিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি স্বল্প মেয়াদে অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পক্ষে মত দিয়েছে। এ ছাড়া সংসদীয় কমিটির মতের আলোকে বিএসসিসিএলের পরিচালনা পর্ষদেরও সুপারিশ রয়েছে দেশের জন্য পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইডথ রেখে অব্যবহৃত ব্যান্ডউইডথ রফতানি করতে।

এদিকে দেশের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞেরা ব্যান্ডউইডথ রফতানির বিরোধিতা করে বলেছেন, এই মহামূল্যবান ব্যান্ডউইডথ ফেলে না রেখে স্কুল-কলেজগুলোতে উন্মুক্ত করে দিলে এই প্রজন্ম তথ্যপ্রযুক্তিতে আরও ভালো করতে পারবে। ফ্রিল্যান্সারেরা বিনামূল্যে ব্যান্ডউইডথ পেলে রফতানি আয়ের চেয়ে বেশি টাকা তারা আয় করে দেশে আনবে কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com